সংবাদ

0 9 SEP 1988

তারিখ ... ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শ্রেণীকক্ষ না নির্যাতন কক্ষ

সম্প্রতি একজন পত্রলেখকের একটি চিঠি এই পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শাখায় ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষার পরিবেশ ওই চিঠিতে তুলে ধরেছেন।

শ্রেণীকক্ষের যে বর্ণনা পত্রলেখক দিয়েছেন তা রীতিমত লোমহর্ষক। এ ধরনের শিক্ষা পরিবেশ আর শিশু নির্যাতনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তার সীমা নির্ধারণ দুঃসাধ্য।

ছাত্রদের নিকট অধ্যয়ন তপস্যার সামিল। আর কঠোর তপশ্চর্যা নাকি সিদ্ধি লাভের পথ। মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শাখায় শ্রেণীকক্ষে কি সেই কঠোর তপশ্চর্যার অনুশীলন চলছে? নতুবা এরকম অবস্থায় কীভাবে শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। দুঃসহ গরমে শ্রেণীকক্ষে পাখা নেই। অন্ধকার কক্ষ। আকাশে মেঘ করলে চোখে কিছু দেখা যায় না। দুঃসহ গরমে ছাত্ররা ক্লাসের বেঞ্চে ঠাসাঠাসি করে বসছে।

পত্রলেখক জানিয়েছেন এখন দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলছে। বছরের প্রথম সাময়িক পরীক্ষার দিন আকাশে মেঘ ছিল। বৃষ্টি হয়েছে মুষলধারে। ছেলেদের পরীক্ষা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। অন্ধকারের জন্য। বাতি ছিল না।

ঢাকার রাস্তায় সোডিয়াম বাতি জ্বলে। আর সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘনঘোর অন্ধকার। বাতির ব্যবস্থা নেই। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গর্বের অন্ত নেই।

তারপর একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই চলছে শিক্ষার নামে শিশুদের উপর নির্যাতন। এই শিশু নির্যাতনের করুণ কাহিনী কেউ জানেন না। তার কারণ কি? কারণ একটাই--স্কুল থেকে ছেলেটির নাম কেটে দেবে--যদি তার অভিভাবক এ নিয়ে কোন কথা বলে। এই চিত্র শুধু কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নয়। ২/১টি বাদে প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের।

সরকারী-বেসরকারী বহু শিক্ষাঙ্গনে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, ছাত্রছাত্রীরা কি দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে ক্লাস করে। যেসব শ্রেণীকক্ষে পাখা আছে তার সংখ্যা একটার বেশী নয়। শুধু ফ্যান-লাইটের চার্জ নেয়ার জন্যই সাক্ষী গোপাল একটি পাখা ঝুলিয়ে রাখা হয়। বাতির ব্যবস্থাও তথৈবচ।

মতিঝিল সরকারী বালক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখার ছেলেদের কোন বৈদ্যুতিক চার্জ দিতে হয় কিনা পত্রলেখক তা উল্লেখ করেন নি। সরকারী স্কুলে বেতন কম। অভিভাবকদের পক্ষে এটা একটা বড় স্বস্তিদায়ক খবর। কিন্তু সরকার থেকে এসব স্কুলে ছাত্রদের শিক্ষার পরিবেশ কেমন তার কোন খোঁজ নেয়া হয় বলে তো চিঠিটি পড়ে মনে হয় না।

স্কুলের কর্তৃপক্ষের এ-ব্যাপারে কি বক্তব্য তা জানার ইচ্ছা আছে। তবে আমার জানামতে কোন কোন স্কুলে ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষের দুঃসহ অবস্থা নিয়ে অভিভাবকরা কথা বলতে ভয় পান। তারা বলেন, তাহলে তাদের ছেলেমেয়েদের খুবই অসুবিধা হবে। শিক্ষকরা ছাত্র বা ছাত্রীটির উপর রেগে যাবেন। আর সে রাগের প্রকাশ তার শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলবে।

কোন মফস্বল শহর নয়। খোদ রাজধানী ঢাকায় যখন একটি সরকারী স্কুলের প্রাথমিক শাখার ছোট ছোট ছেলেদের এই পরিবেশে বিদ্যার সাধনা করতে হয়, তখন অন্যান্য স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষভাবে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষগুলোর অবস্থা কি অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

শিক্ষকরা দাবী করেন যে, তারা একটা মহৎ দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তাদের দুঃখ যে, তাদের মহৎপ্রাণ প্রচেষ্টার স্বীকৃতি সরকারও তেমন দেয় না। বেতন ইত্যাদি নিয়ে মাঝে মাঝে তারা দেনদরবার করেন। তবে সরকারী স্কুলের অবস্থাটা একটু ভিন্ন রকম। সেখানে সরকার কখনও কখনও আগে বেড়ে তাদের কিছুটা বেতন বাড়ান। মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করেন। প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট কিনা সে প্রশ্ন থাক।

কিন্তু বিদ্যালয় যারা পরিচালনা করেন ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য পালনে তাদের ভূমিকা কি। শিক্ষকগণ কোনমতে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের পাঠদান করেন। তার মান কি সে প্রশ্ন বিচারের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে নিম্ন থেকে উচ্চ সকল শ্রেণীর ছাত্রের গৃহ শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা কখনও পূর্ণ হয় না। নেহাৎ পাস করার জন্যও এখন গৃহশিক্ষকের দরকার। ক্লাসে অতগুলো ছেলের পড়া ধরা এবং শিক্ষাদান এক অসম্ভব ব্যাপার।

এটা সকলেই মেনে নিয়েছেন। না নিয়ে উপায় নেই। এখন প্রশ্ন হল তার সাথে কি প্রচণ্ড গরমে ছাত্ররা গাদাগাদি করে বসে পড়বে। আর কিছু লিখতে গেলে ঠায় দাঁড়িয়ে লিখতে হবে। কারণ বসে লেখার উপায় নেই। একটি বেঞ্চে যে ক'জন ছাত্রের বসার কথা ততোধিক ছাত্র বসে। শ্রেণীকক্ষের সঙ্গে সম্ভবতঃ মুরগীর খাঁচার তুলনা করা চলে। কিন্তু শিক্ষকরা কেন এ নিয়ে ভাবেন না। প্রতিকারের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলেন না। আর বললে যদি কর্তৃপক্ষ কান না দেন, তবে নিজেদের বিবেকের কোন তাড়না কি তারা অনুভব করেন না। না তাদের মহৎ কাজের গর্বের নিচে তাদের বিবেক নামক বস্তুটিও চাপা পড়ে আছে। গুরুভার গর্ব ঠেলে বিবেক নড়েচড়ে উঠে তার সাধ্য কি?

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি এই চিঠির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র না হোক অন্ততঃ প্রাথমিকভাবে রাজধানীর স্কুলগুলোতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাদানের পরিবেশ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন এবং শিশুদের উপর এই নির্যাতন বন্ধে উদ্যোগ নেবেন?